দৈনিক বাংলা

37

তারিখ ... 18 AUG ১৯৯৬
পৃষ্ঠা — ৫ কলাম — ৭

মেডিক্যাল কলেজে সন্ত্রাস

সরকার সন্ত্রাস দমনের উপর জোর দিয়েছেন। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেছেন। নতুন সরকারের এ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সকল শ্রেণীর মানুষের প্রশংসাও অর্জন করেছে। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করার কোন বিকল্প নাই। কেননা এর উপর গোটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সন্ত্রাস দমন কর্মসূচী যখন সংহত হতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়টিতে কোন কোন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতার বিস্ফোরণ আমাদের হতবাক করে দিচ্ছে। আমরা মনে করি, এসব আলামত জাতীয় স্বার্থের একান্তই পরিপন্থী। কঠোরতম ব্যবস্থা নিয়ে হলেও এর নিবৃত্তি ঘটানো দরকার।

এ প্রসঙ্গে বরিশাল ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্য। গত বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তিনজন পুলিশসহ মোট তিরিশজন আহত হয়েছেন। পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হয়। কলেজের ছাত্রাবাসের কয়েকটি কক্ষ এ সময় পুড়িয়ে ফেলা হয়। আগুন নেভাতে দমকলের সাহায্য লাগে। এর একদিন আগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সংঘটিত সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে কলেজটি আবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়। এ পরিস্থিতি সত্যিকার অর্থেই উদ্বেগজনক। এর আশু অবসান আবশ্যক।

সন্ত্রাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কোন এক জায়গায় ঠাঁই করে নিতে পারলে অন্যত্র বিস্তার ঘটাতে তার সময় লাগে না। এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতিকে তাই খাটো করে দেখার উপায় নেই। জাতি গঠনের প্রক্রিয়া সুষ্ঠু শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। আর শিক্ষার সুষ্ঠুতা নির্ভর করে শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক পরিস্থিতির আনুকূল্যের উপর। সন্ত্রাসের খাঁড়া মাথার উপর ঝুলতে থাকলে আর যাই হোক, পঠন–পাঠনের উপায় থাকে না। সেই সঙ্গে আছে শিক্ষার্থীদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন। লাশ হয়ে ফিরে আসার জন্যে কেউ তার সন্তানকে শিক্ষাঙ্গনে পাঠাতে পারে না।

মেডিক্যাল কলেজে সন্ত্রাসী তৎপরতার পরিণতি আরও বেশী ভয়াবহ। মেধাবী ও বাছাই শিক্ষার্থীরাই এসব কলেজে পড়ার সুযোগ পান। সন্ত্রাসের ফলে এদের শিক্ষায় ব্যাঘাতের অর্থ হচ্ছে, সেরা মেধার অপচয়। অন্যদিকে মেডিক্যাল শিক্ষার আয়োজন একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার। দরিদ্র জাতি অনেক কষ্টেই এর চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসী তৎপরতায় পঠন–পাঠন বন্ধ হওয়ার ফলে এক দিকে ব্যয় আরও বাড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষার মান পড়ছে—যা দেশের স্বাস্থ্যসেবার মানের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলতে বাধ্য। মেডিক্যাল কলেজগুলোতে এসব অনভিপ্রেত তৎপরতা তাই কোন অবস্থায়ই সহনযোগ্য মনে হতে পারে না। বস্তুত, সমাজে এবং কোনো শিক্ষাঙ্গনেই সন্ত্রাস চলতে দেওয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগেও মেডিক্যাল কলেজগুলো সেশনজটরূপী অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিল। বিগত কয়েক বছরে মেডিক্যাল কলেজও সেশনজটের আবর্তে পড়েছে। সন্ত্রাসী তৎপরতা যদি এ হারে চলতে থাকে, এ জট ছাড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। আমরা তাই বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি। যে মূল্যেই হোক, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তারের এ চেষ্টা রোধ করতেই হবে।